আবু লুবাবা শাহ মানসুর

স্পেনের পতন ও আমেরিকা আবিষ্কার

(আন্দালুসিয়ার মুসলিম ও আমেরিকার
রেড ইন্ডিয়ানদের করুণ পরিণতি)

স্পেনের পতন ও আমেরিকা আবিষ্কার

(আন্দালুসিয়ার মুসলিম ও আমেরিকার
রেড ইন্ডিয়ানদের করুণ পরিণতি)

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ভাষান্তর

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩২০, US $ 13. UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-6-6

Spainer Poton o America Abishkar
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

মনে করুন স্বপ্নে আপনি কোনো আন্তঃনাক্ষত্রিক খেয়াযানে চড়ে পৌঁছে গেছেন মঙ্গলগ্রহে। খেয়াযানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাঁধা হয়ে গেছে মঙ্গলের মাটিতে। আপনি নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মঙ্গলের পিঠে। কতই-না কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত! কী আবেগ আর উত্তেজনাময়ী ক্ষণ। কারণ, একটু পর আপনি মানবেতিহাসে রচনা করবেন নতুন রেকর্ড। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যদি পা পিছলে পড়ে যান পৃথিবীর বুকে; স্বপ্ন হলেও তখন যে অস্বস্তিকর অস্থিরতা আর হতাশা চেপে ধরবে আপনাকে, ঠিক তেমন অবস্থার মধ্য দিয়ে পাতা উলটিয়ে এগোতে হবে *স্পেনের পতন ও আমেরিকা আবিষ্কার* পাঠে।

গ্রন্থটি পাঠকালে প্রকাশ-অযোগ্য হতাশায় কুঁকড়ে যাবেন। শুনতে পাবেন উম্মাহর সোনালি স্বপ্নের পাঁজর ভাঙার যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ। সেই সঙ্গে যখন দেখবেন বীর তারিকের উত্তরসূরি মুসা ইবনু আবু গাসসানের অসহায় একাকিত্ব, লেন্দুপ দর্জি আর মিরজাফরদের গান্ধারি, পরিণাম-অন্ধ ভোগবাদী শাসকের রাজ্যের চেয়ে রানির মেকআপের চিন্তা; তখন স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়তে সময় লাগবে না।

এই গ্রন্থে পরিচয় পাবেন পরের ধনে পোদ্দারি করা, দুপুরে-ডাকাত, উম্মাহর কৃতিত্ব-চোর নির্লজ্জ ইউরোপীয়দের প্রকৃত চেহারার। দেখতে পাবেন এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত আর আগুনের জীবন্ত ইতিহাস। শুনতে পাবেন মেষ-ছাগলের মতো অশ্রুর মহাসড়কে তাড়িয়ে নেওয়া সরলপ্রাণ অসহায় রেড ইন্ডিয়ানদের বুকফাটা আর্তনাদ। লোভের আগুনে ছাই হয়ে যেতে দেখবেন অ্যারাওক (Arawak) ও চ্যারোকি (Cherokee) নামের দুই রেড ইন্ডিয়ান জাতির ইতিহাস। জানতে পারবেন রাজ্যলিপ্সু ফার্ডিন্যান্ড আর চরম মুসলিমবিদ্বেষী ইসাবেলার মানসসন্তান আমেরিকানরা কেন মুসলিমদের মোকাবিলায় এতটা হিংস্র। কী তাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা।

তখন আপনিও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—আমেরিকার শত্রুতার দাওয়াই আছে; কিন্তু তার বিষাক্ত বন্ধুত্বের কোনো প্রতিষেধক নেই। আমেরিকার বন্ধুত্ব মূলত একটা ফাঁসরশি। বন্ধুত্ব যত গভীর হবে বন্ধুর গলায় তা তত শক্ত হয়ে প্যাঁচ খাবে।

মোটকথা, এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাসের সোনালি ও কদাকার অনেক পাথরকণা। গ্রন্থটি পাঠ করে ক্রিকেটীয় মদে মাতাল আমাদের যুবশ্রেণি সজাগ হোক,

তারা তাদের শত্রু-মিত্র চিনে নিক, নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারুক—এই কামনা নিয়েই কালান্তর প্রকাশ করেছে এটি।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত গবেষক পাকিস্তানের *জরবে মুমিনের* সম্পাদক আবু লুবাবা শাহ মানসুর। অনুবাদ করছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। তারাপাশীর অনুবাদ সম্পর্কে আলাদা করে তেমন কিছু বলা বাহুল্য মনে করি। আপনি তাঁর অনুবাদ পড়লে মনে করবেন মূল গ্রন্থ-ই পড়ছেন। বুঝতেই পারবেন না এটি যে বিদেশি কোনো গ্রন্থের অনুবাদ। ভাষা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন; এককথায় সবই সাহিত্যের রসে টইটুম্বুর। আছে আবেগ আর দরদি উপস্থাপন।

গ্রন্থটি আমরা প্রথম প্রকাশের সময় *স্পেন টু আমেরিকা* নাম রেখেছিলাম; কিন্তু বিপুলসংখ্যক পাঠকের অভিযোগ ছিল যে, নামটাতে গ্রন্থটির আলোচ্যবিষয় ফুটে উঠছে না। এ জন্য আমরা এই সংস্করণে নামে সামান্য পরিবর্তন করে *স্পেনের পতন ও আমেরিকা আবিষ্কার* রেখেছি।

এই সংস্করণে পুরো গ্রন্থটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো সাজানো হয়েছে। এতে গ্রন্থটি পড়তে পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন ইনশাআল্লাহ। ভাষা ও বানানের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। এ ছাড়া পাঠকের দৃষ্টিতে একবার পড়ে দেখেছেন আলমগীর হুসাইন মানিক।

ভুলত্রুটি মানবিক প্রবৃত্তির অংশ। তবে গঠনমূলকভাবে ভুল ধরে দেওয়া মানবিক দায়িত্ব; আর পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরানো আমাদের কর্তব্য।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

একদিন তারাবি পড়ে 'ইসলামি কিতাব' লিখে ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে একটি লিংকে ঢুকি। অসংখ্য পিডিএফ গ্রন্থের ভিড়ে একটি গ্রন্থ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। গ্রন্থটির নাম *হিস্পানিয়া সে আমেরিকা* তক। পিডিএফ ডাউনলোড হওয়ার পরপরই এ থেকে কিছু অংশের অনুবাদ করে পোস্ট দিই আমার তখনকার ফেসবুক আইডি 'কুতায়বা আহসান'-এর টাইমলাইনে। সেখানে অনেকে গ্রন্থটি অনুবাদের অনুরোধ করেন। এর কিছুদিন পর আরেকটি পোস্ট দিই শুধু গ্রন্থটির শিরোনামগুলো দিয়ে। এই পোস্টেও অনুবাদের অনুরোধ আসে।

অনুবাদ করতে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আমাকেও প্রলুব্ধ করছিল। কিন্তু এর মধ্যে কালান্তর প্রকাশনীর প্রিয় আবুল কালাম আজাদ লেখেন, 'গ্রন্থটির অনুবাদ চলছে এবং এটি কালান্তর থেকে প্রকাশ হবে।' আশাহত হয়ে আমি হাত গুটিয়ে নিই এর অনুবাদ থেকে; কিন্তু কোনোভাবেই গ্রন্থটির কথা ভুলতে পারছিলাম না। একদিন তাঁকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করি গ্রন্থটি কোন পর্যায়ে আছে? তিনি জবাব দেন, 'কিছুটা অনুবাদ হয়েছে।' আফসোস করছিলাম, আহ! গ্রন্থটি যদি আরও কদিন আগে পেতাম!

লম্বা বিরতির পর—ততদিনে এটির কথা প্রায় ভুলে গেছি—হঠাৎ একদিন আবুল কালাম জানালেন, 'আপনাকে ওই গ্রন্থটি অনুবাদ করে দিতে হবে। যার কাছে দিয়েছিলাম তিনি পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।'

আমি তখন *সেলজুক* সুলতান মালিকশাহর জীবনভিত্তিক উপন্যাস *সেলজুক ইগল* নিয়ে ব্যস্ত। বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, আপাতত ওটার কাজ থাকুক। এটা তাড়াতাড়ি দেন। *সেলজুক ইগলের* আগেই এটা নিয়ে আসতে চাই।

তখন মাদরাসার ত্রৈমাসিক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত। বললাম, আমাকে দু-সপ্তাহ সময় দিতে হবে। সময় দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করি এবং পরীক্ষাপরবর্তী এক সপ্তাহের ছুটিতেই তাঁর অসীম অনুগ্রহে অনুবাদ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটি অনুবাদে আমার কেন এত আগ্রহ, আশা করি সূচিপত্রে দৃষ্টি দিলেই সেটা অনুমান করতে পারবেন।

পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা আন্দালুসিয়াকে স্পেন নামে অভিহিত করেছি গ্রন্থের অধিকাংশ জায়গায়। যদিও প্রাচীন আইবেরিয়া উপদ্বীপের (Iberian Peninsula) অন্তর্গত স্পেন, পর্তুগালসহ বর্তমান ফ্রান্সের কিছু অংশ নিয়ে মুসলিম আন্দালুসিয়ার অবস্থান ছিল। আমাদের এই গ্রন্থের শেষদিকে আন্দালুসিয়ার মানচিত্র দিয়েছি। সেটা দেখে নিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে বানান, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন বা তথ্যগত কোনো ভুল পেলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবগত করার অনুরোধ রইল।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২৫ নভেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

হারিয়ে যাওয়া জান্নাত # ১৭

এক : বাহাদুরির প্রতিদান ১৭
দুই : অভিজাত তুর্ক সর্দার ১৮
তিন : বিশ্বস্ততার পুরস্কার ১৯
চার : ব্যক্তিগত গুণাবলি ২০
পাঁচ : অদৃশ্য ইশারা ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক দুটি সন্ধিক্ষণ # ২২

এক : সুলতান বায়েজিদের ইউরোপ অভিযান ২২
দুই : বায়েজিদের পিঠে তৈমুরের খঞ্জর ২৮
তিন : গঙ্গা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত মুসলিমদের শাসন ৩৩
চার : ইউরোপের ভূমিতে বায়েজিদের পায়ের আওয়াজ ৩৫
পাঁচ : বায়েজিদ ও তৈমুরের লড়াই ৩৭
ছয় : নতুন ক্রুসেড ঘোষণা ৩৯
সাত : বাইজেন্টাইন সম্রাটের কূটচাল ৪২
আট : মুখোমুখি বায়েজিদ-তৈমুর ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ইতিহাস # ৫০

এক : নামজাদা সেনাপতির নামজাদা দৌহিত্র ৫০
দুই : শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশা ৫১

তিন : সত্য ভবিষ্যদ্‌বাণী ও যুদ্ধপ্রস্তুতি ৫২
চার : সৃষ্টিশীল চিন্তার উৎকর্ষ ৫৫
পাঁচ : অসম্ভব থেকে সম্ভব ৫৬
ছয় : কনস্টান্টিনোপল বিজয় ৫৮
সাত : আরেক ভবিষ্যদ্‌বাণী ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপে মুসলিমদের অভিযান # ৬১

এক : মুসলিমদের সাগরযুদ্ধের শুরু ৬১
দুই : ইউরোপের দরজায় মুসলিমরা ৬২
তিন : আন্দালুসিয়ার বুকে আবদুর রাহমান আদ দাখিল ৬৩
চার : আল্পস পর্বতমালা থেকে তারিক ও মুসার প্রত্যাবর্তন ৬৯
পাঁচ : ইতালির দরজায় মুসলিমরা ৭১

পঞ্চম অধ্যায়

আন্দালুসিয়ার পতনধ্বনি # ৭৫

এক : ইসাবেলা ও ফার্ডিন্যান্ড : দুই পাগলের সম্মিলন ৭৫
দুই : ইনকুইজিশন ৭৬
তিন : সুলতান আজ্জাগালের নিজেকে বিলানোর নজিরবিহীন প্রদর্শনী ৭৭
চার : বাহাদুর পিতার হতভাগা পুত্র ৭৮
পাঁচ : হতভাগা শাসক আবু আবদুল্লাহ ৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিমদের অনৈক্যের শাস্তি # ৮৩

এক : মুসলিম শহরগুলোর পতনের শুরু ৮৩
দুই : আজ্জাগাল ও আবু আবদুল্লাহর দ্বন্দ্বে মুসলিমদের ধারাবাহিক পরাজয় ৮৮
তিন : ইসলামি ইতিহাসের বেদনাদায়ক দিন ৯১
চার : আবু আবদুল্লাহর গোপন চুক্তি : গ্রানাডার চাবি হস্তান্তর ৯৩
পাঁচ : মুরের অন্তিম ফরিয়াদ ৯৫

সপ্তম অধ্যায়

আমেরিকায় ইয়াহুদি প্রভাবের পটভূমি ও এর কারণ # ৯৯

এক : মূল ইয়ারুশালেমের (জেরুসালেম) আগে ৯৯
দুই : কলম্বাসের পরিচয় ১০১
তিন : কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পেছনের রহস্য ১০৩

অষ্টম অধ্যায়

ইয়াহুদিদের নতুন পৃথিবী # ১০৬

এক : নতুন জেরুসালেমের দিকে ১০৬
দুই : রঙিন আশার কিনারে ১০৭
তিন : আমেরিগো থেকে আমেরিকা ১০৮
চার : পৃথিবীর ১২ অংশ ১০৯
পাঁচ : ইয়াহুদি নারীদের স্বামী ১১০
ছয় : তুর উপত্যকায় আর্তনাদ ১১১
সাত : চিরন্তন টানাপোড়েন ১১২

নবম অধ্যায়

গ্রানাডা পতনের পরে # ১১৪

এক : খ্রিষ্টান-ইতিহাসের কালো অধ্যায় ১১৪
দুই : নয়া দুনিয়া ১১৫
তিন : সামেরীয় জাদু ১১৬
চার : অনুগ্রাহী ধ্বংস করা জাতি ১১৭
পাঁচ : জিহাদ ও প্রচেষ্টা ১১৮

দশম অধ্যায়

গ্রানাডা পতন থেকে বাগদাদ পতন # ১১৯

এক : আন্দালুসিয়ার হৃদয়বিদারক কান্নার কোরাস ১১৯
দুই : ইরাকে ইসাবেলার উত্তরসূরিদের ধ্বংসতাণ্ডব ১২৩

দশম অধ্যায়

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি # ১২৬

এক : আবু আবদুল্লাহ থেকে পারভেজ মোশাররফ ১২৬
দুই : ইসাবেলা-ফার্ডিন্যান্ড এবং আবু আবদুল্লাহর চিঠিপত্র ১২৯
তিন : আবু আবদুল্লাহর শেষ কথা ১৩৩
চার : মোশাররফের স্পেন সফর ১৩৫
পাঁচ : তারিক ইবনু জিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণ ১৩৬
পাঁচ : আবু আবদুল্লাহ ও ফার্ডিন্যান্ড-ইসাবেলার পত্রযোগাযোগ ১৩৮
ছয় : আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসনের শেষ দিন ১৪০
সাত : স্পেন থেকে মুসলিমদের বিতাড়নের ফরমান ১৪২
আট : আবু আবদুল্লাহর করুণ পরিণতি ১৪৪

একাদশতম অধ্যায়

আমেরিকার কালো অধ্যায় # ১৪৬

এক : লিঞ্চিং : আমেরিকার জাতীয় খেলা ১৪৬
দুই : অশ্রুর মহাসড়ক : রেড ইন্ডিয়ানদের করুণ পরিণতি ১৫৩

দ্বাদশতম অধ্যায়

ভার্জিনিয়ার বাজার থেকে ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকান এক প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ # ১৬০

এক : ভার্জিনিয়ার বাজার থেকে ইউনিভার্সিটি ১৬০
দুই : আমেরিকান এক প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ ১৬৭

ত্রয়োদশতম অধ্যায়

মুসলিমবিশ্বে আমেরিকার হামলার কারণ # ১৬৭

লেখকের কথা

আন্দালুস যদি হয় আমাদের হারিয়ে যাওয়া জান্নাত, আমেরিকা হচ্ছে আমাদের জন্য দন্তখোলা জাহান্নাম। আন্দালুস হারিয়ে আমরা বঞ্চিত হয়েছি দুনিয়ার জান্নাত থেকে; আর আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব জুড়ে এক পা রেখে দিয়েছি জাহান্নামের মুখে। আন্দালুসের পতন আর আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান—আমাদের কোনো গবেষক, সাহিত্যিক কিংবা ইতিহাসবিদ বিষয়টা তুলে ধরেননি। এ জন্যই আমরা যখন আমেরিকা থেকে কল্যাণ প্রত্যাশা করি, তখন বিপদের আগ্নেয়গিরিকে লাভা ছড়াতে দেখি। বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাইলে মুনাফিকি আর শত্রুতার কদাকার চেহারা দেখতে পাই। আমরা তার একটা দুরভিসন্ধি, প্রতারণা আর অসদাচারের ওপর আফসোস করাবস্থায় দুর্ব্যবহার, হিংসা ও ঘৃণার নতুন নতুন শত্রুতাকে মুখ হা করে দেখি। কেন এমন হচ্ছে? কেন আমেরিকার স্বভাবে আমাদের প্রতি এত তুচ্ছতা, উপহাস আর কঠিন শত্রুতা বাসা বেঁধে নিয়েছে? কেন তার মেজাজ ও আচরণে আমাদের প্রতি চিরস্থায়ী বৈরীভাব লক্ষ করা যায়? আলোচ্য গ্রন্থে এ প্রশ্নগুলোরই জবাব অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে।

মুসলিমবিশ্বসহ পৃথিবীর সমুহ মাজলুম রাষ্ট্র আমেরিকার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমেরিকার প্রতি কম-বেশি সবারই রয়েছে অভিন্ন অভিযোগ। কিন্তু আমাদের গবেষকশ্রেণি, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিকদের এ যাবৎ বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করতে হয় নিস্পৃহ, নতুবা অক্ষম দেখা যাচ্ছে। কেউই উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের মৌলিক জবাবগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করছেন না। যদি প্রশ্ন করা হয়, উত্তম ব্যবহার ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ দিয়ে কি শত্রুতামূলক এই আচরণকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে বদলানো যায় না? তাহলে জবাব হবে—না, আদৌ সম্ভব নয়।

আমাদের কলমযোদ্ধাদের দুর্বলতা এখানেই যে, তারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাটা বলবেন দূরে থাক, টীকা-টিপ্পনীতেও স্থান দেননি। পরিণতিতে উম্মাহ তাদের বন্ধুজ্ঞানে আজও বার বার মার খেয়ে আসছে। এ গ্রন্থ যেসব নিবন্ধের সম্মিলিত রূপ, সেসবে যথাসাধ্য চেষ্টায় এ কথাটিই সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমেরিকার বন্ধুত্ব মূলত বন্ধুত্ব

নয়; বরং এটা আত্মহত্যার নামান্তর। তাদের সহায়তা এমন প্রাণহারী বিষ, যার কোনো প্রতিষেধক নেই। তাদের দেওয়া ঋণ এমন এক কঠিন ফাঁদ, যে ফাঁদ থেকে বেরোনোর যতই চেষ্টা করা হয়, ততই তা আপাদমস্তক জড়িয়ে ধরে।

আমেরিকার এককালের নীতিনির্ধারক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. হেনরি কিসিঞ্জার এ ব্যাপারে যা বলেছেন এর বাইরে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে না। মি. কিসিঞ্জার বলেছেন, 'আমেরিকার শত্রুতার দাওয়াই আছে; কিন্তু তার বিষাক্ত বন্ধুত্বের কোনো উপশম নেই।' অন্য কথায়, 'আমেরিকার শত্রুতা কিনে জীবনযাপন সম্ভব হলেও তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সম্মানের জীবন অতিবাহিত করা দুরূহ।' প্রিয় জাতি কথাটা উপলব্ধি করতে পারলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করতাম।

আমেরিকা আজ বিশ্বনেতৃত্বের জন্য পাগলপারা। কিন্তু বিশ্বনেতৃত্বের জন্য যে চারিত্রিক উৎকর্ষ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর উন্নত মানবতাবোধের প্রয়োজন; আমেরিকা এর এক-দশমাংশও অর্জন করতে পারেনি। বিপরীতে তাদের রয়েছে চরিত্রহীনতা, সংকীর্ণচিত্ততা ও পাশবতার এমনসব ঘৃণ্য রেকর্ড, যার ফলে বিশ্বনেতৃত্ব তো অনেক পরের ব্যাপার; তাকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কাতারে দেখাও অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে এত বেশি কারণ উল্লেখ করা যাবে, যা গুনে শেষ করার মতো নয়। চেঙ্গিস খানের ঘাড়ে ৩৪ মিলিয়ন মানুষের রক্তের দায়িত্ব বর্তায়। হালাকুর ঘাড়ে বর্তায় ৫.৪ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। তৈমুর লংয়ের ঘাড়ে ১৪ মিলিয়নের এবং হিটলারের ওপর দায় আছে ২১ মিলিয়ন মানুষের রক্তের। এই রক্তপায়ী সকলে মিলে পান করেছে মোট ৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। অথচ আমেরিকা তার জন্মের পর থেকে এ যাবৎ[১] একাই পান করেছে মোট ১৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। হিসাবটি একটু দেখে নিন।

রেড ইন্ডিয়ান	১০০ মিলিয়ন।
আফ্রিকান	৬০ মিলিয়ন।
ভিয়েতনামি	১০ মিলিয়ন।
আফগানি	০২ মিলিয়ন।
ইরাকি	০১ মিলিয়ন।
মোট	১৭৩ মিলিয়ন।

এবার আপনিই বলুন, ৭৩ মিলিয়ন মানুষের হন্তারকদের যদি মানবতার শত্রু বলা যায়, তাহলে ১৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্তপায়ী হিংস্রদের কোন অভিধায় অভিষিক্ত করা যায়?

আরেকটি পরিসংখ্যান দেখুন। স্বাধীনতা অর্জনের (১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর থেকে ২০০৫

[১] ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার সশস্ত্রবাহিনী মোট ২২০ দফা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। মাত্র ২৩০ বছরে ২২০ দফা আগ্রাসনের এ হার যেকোনো আগ্রাসী শক্তির আগ্রাসনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ যাবৎ আমেরিকা ২৩টি রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে চীন, (দুবার) গোয়েতেমালা, (তিনবার) কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কিউবা, কঙ্গো, পেরু, সুদান, আফগানিস্তান, লাউস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, গ্রানাডা, লেবানন, লিবিয়া, এলসালভাদর, নিকারাগুয়া, পানামা, ইরাক (দুবার) ও যুগোস্লাভিয়া উল্লেখযোগ্য।

একদিকে আমেরিকা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হতে এবং পৃথিবীর তাবৎ অর্থভান্ডার নিজস্বকরণে উন্মাদপ্রায়, অপরদিকে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তার পদলেহন ও জি-হুজুরিতে ব্যস্ত। ঘটনা ঠিক সেই ক্রান্তিকালের স্পেনের মতো, যখন এর পতনকালে খ্রিস্টানদের পদলেহী শাসক আবু আবদুল্লাহ জাতিকে বলছিল—'এগুলো[৭] মূলত তোমাদের মুক্তির লক্ষ্যেই।' অথচ পর্দার আড়ালে সে নিজের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা আজও দেশের স্বাধীনতা ও চিরস্থায়িত্বের পক্ষে মিছিল দিই; কিন্তু কখনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য এবং কখনো শত্রুর অস্ত্রের ভয়ে তাদের হয়ে কাজ করি। আর নির্মম পরিহাস হচ্ছে, সেটাকে আমরা দেশপ্রেম বলে বেড়াই।

এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা ইতিহাসের আয়নায় আমাদের সামনে এমনসব দৃশ্য অবলোকন করাবে, এমনকিছু পরিণাম প্রদর্শন করাবে; যেগুলো সর্বকালের জনগণের জন্য ক্ষতিকর হলেও শাসকমহল দেশপ্রেম হিসেবে দেখিয়ে আসছে।

আলোচ্য গ্রন্থে ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া কিছু পাতা, গোপন কিছু সংখ্যা, কিছু পরিসংখ্যান, কিছু গবেষণা, কিছু পর্যবেক্ষণ ও কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী পাবেন।

কোনো লেখকই নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় অন্য গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন না। কিন্তু আমার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রিয়নবি ﷺ-এর উম্মতের হিত কামনা; তাই চিরাচরিত নিয়মের বাইরে গিয়ে বলতে চাই, অধম এ বিষয়ে কলম ধরার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটিমাত্র গ্রন্থ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সহায়িকা পাইনি। আর বাস্তবতা হচ্ছে, একমাত্র ওই গ্রন্থটি এতটাই তথ্য ও তত্ত্বহুল যে, নিঃসন্দেহে গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের শেষ গ্রন্থ বলা যেতে পারে। গ্রন্থটির নামও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক—*হুয়ে তুম দুস্ত জিসকে*। গ্রন্থটিতে সাহিত্য ও গবেষণার সংমিশ্রণে যে অনন্যের স্বাক্ষর রাখা হয়েছে; যতই প্রশংসা করা হোক, তা কম হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে লেখক তাঁর গবেষণার কারণে জাতীয় পদক পাওয়ার দাবিদার।

[৭] অর্থাৎ, খ্রিস্টানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা, তাদের অনুকম্পা চাওয়া।

আমার কথাগুলো কারও কাছে অতিরঞ্জনের মতো মনে হলে আশা করি গ্রন্থটিতে সংযুক্ত দালিলিক কিছু ছবি আর দুর্লভ ফটোকপিই তার সন্দেহ অপনোদনের জন্য যথেষ্ট হবে।

আমার নিবন্ধগুলো এই গ্রন্থ প্রকাশের তিন বছর আগে থেকেই *জরবে মুমিন* পত্রিকায় পর্বাকারে ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে এই গ্রন্থের এক বছর পরে। তাই ড. হক হাক্কি রচিত *হুয়ে তুম দুস্ত জিসকে* এ বিষয়ে পথিকৃতের দাবিদার। আমার গ্রন্থটি আগে প্রকাশ পেলে নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে এটাই হতো পথিকৃতের দাবিদার। তবে আমারটি যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ড. হাক্কির অনুমতি নিয়ে তাঁর গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে সংযোজন করেছি। তিনি উদার চিত্তেই অনুমোদন দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

একটা গ্রন্থে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে ধারাবাহিকতা থাকা স্বাভাবিক এবং আবশ্যকও। তবে আলোচ্যগ্রন্থ যেহেতু পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিক আকারে লেখা নিবন্ধের সম্মিলিত রূপ, তাই এতে ধারাবাহিকতা তেমন একটা রক্ষা পায়নি। তবে আলোচনার মধ্যে ধারাবাহিকতা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ গ্রন্থে আমেরিকার জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার উন্মাদনা এত তীব্র আকারে লক্ষ করা যাবে, যে উন্মাদনা রয়েছে আন্দালুসিয়া নামক হারিয়ে যাওয়া জান্নাত খুঁজে পাওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষায়।

আমার প্রয়াস একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাঁর মাজলুম বান্দাদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ করুন, আমরা যেন এই জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে ওই জান্নাত খুঁজে পাই, যে জান্নাত আজও ইবনু জিয়াদের উত্তরসূরিদের পায়ে চুমো খেতে ব্যাকুল হয়ে আছে।

আবু লুবাবা শাহ মানসুর
রমজান ১৪২৮ হিজরি

প্রথম অধ্যায়

হারিয়ে যাওয়া জান্নাত

এক. বাহাদুরির প্রতিদান

হিজরি সপ্তম শতাব্দী—ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের কথা। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রতাপ তখন মধ্যগগনে। ইরান, ইরাক, খোরাসান ও শাম দখল শেষে পুরো মধ্য-এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসার পথে। অতুল ক্ষমতা বলে তারা যখন এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হয় তাতারি ফিতনা। চেঙ্গিস খান তার হিংস্র বর্বরতা নিয়ে আছড়ে পড়ে উজাড় করে ফেলে বিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। যদিও খাওয়ারিজমি তুর্করা বীরত্বের দিক দিয়ে একেবারে সাধারণ মানের ছিল না, তথাপি তাদের পক্ষে চেঙ্গিসি ঝড়ের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। ধ্বংসের সে তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে পড়া খাওয়ারিজমিরা বাঁচার তাগিদে হয়ে যায় একেবারে ছন্নছাড়া।

খাওয়ারিজমিরা বংশগতভাবে ছিল তুর্ক। এমনই এক তুর্ক গোত্রের সরদার এরতুগরুল জন্মভূমি ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় হিজরত করছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন সেলজুকির রাজধানী কোনিয়ার দিকে। সঙ্গে ছিল গোত্রের প্রায় ৪০০ পরিবারের ছোটখাটো একটা দল। আঙ্গুরার পাশে পৌঁছতেই এক অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে সেখানেই থামিয়ে দেন কাফেলা। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন দুটি বাহিনী লড়াই করছে। একটি দুর্বলতার কারণে পরাজয়ের মুখোমুখি; অন্যটি ক্রমশ চেপে ধরছে দুর্বল বাহিনীটিকে।

আজন্ম যোদ্ধাজাতির নেতা এরতুগরুলের পক্ষে দৃশ্যটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি মনে মনে দুর্বল বাহিনীটিকে সহায়তাদানের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর বাহিনীতে ছিল মাত্র ৪৪০ জন জওয়ান। তারা ছিল বিভিন্ন মাঠের পোড়খাওয়া সেনা। কালের আবর্তে পড়ে যদিও আজ তারা আশ্রয়ের খোঁজে; কিন্তু প্রত্যেকের ধমনিতে বইছিল দিগ্‌বিজয়ীর রক্ত। তারা বিপক্ষের ওপর এমন টর্নেডো হয়ে আছড়ে পড়ে